কুষ্টিয়ায় নকল সিগারেটের কারখানায় অভিযান, ২ কোটি টাকার সিগারেট জব্দ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে একটি অবৈধ কারখানায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৫ লাখ শলাকা নকল সিগারেট জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

উদ্ধারকৃত এসব সিগারেটের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। প্রশাসনের সিলগালা করা এই কারখানাটি পুনরায় চালু করে অবৈধভাবে নকল সিগারেট উৎপাদন করা হচ্ছিল।

দৌলতপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রদীপ কুমার দাশ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের গড়বাড়িয়া গ্রামের একটি গোডাউনে বুধবার এই যৌথ অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চালানো এই অভিযানে নামিদামি ব্যান্ডের ২৫ লাখ ৫০ হাজার শলাকা নকল সিগারেট এবং বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য ২ কোটি ৪ লাখ ১৪ হাজার টাকা।

গড়বাড়িয়া গ্রামের স্কুলশিক্ষক হাবিব মাস্টারের মালিকানাধীন একটি গোডাউন ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ ব্যবসা চলছিল।

মাসিক ৪০ হাজার টাকায় জয়রামপুর এলাকার শাকিল এবং বৈদ্যনাথতলার লিওন হোসেন নামের দুই ব্যক্তির কাছে গোডাউনটি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল।

প্রদীপ কুমার দাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নকল সিগারেট ও নিম্নমানের তামাক উদ্ধার করা হয়েছে। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জড়িতরা আগেই পালিয়ে যায়। ফলে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আগেই কারখানাটি সিলগালা করে দিয়েছিল। কিন্তু সিলগালা করার পরও আদালতের আদেশ অমান্য করে কারখানাটিতে অবৈধভাবে সিগারেট উৎপাদন করা হচ্ছিল। এ ঘটনায় নিয়মিত মামলা দেওয়া হচ্ছে। আদালত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শাকিল আহমেদ ও লোকমান হোসেন লিওনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় নিয়মিত মামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল সিগারেট ও সিগারেট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

এর আগে গত ৯ মে র্যাব-১২ এবং কাস্টমস বিভাগ যৌথ অভিযান চালিয়ে এই কারখানাটি সিলগালা করে দিয়েছিল। তবে সিলগালার পরও কারখানাটি পুনরায় কার্যক্রম শুরু করে। বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দ্রুত ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করে এবং কারখানাটি আবারও সিলগালা করে তাদের অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

কুষ্টিয়ায় শিক্ষার্থীদের আরসিআরসি বেসিক ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ

দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে মানবিক সাড়া প্রদান এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন ও দক্ষ করে তুলতে কুষ্টিয়ায় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়েছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, কুষ্টিয়া ইউনিট।

প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট (আরসিআরসি) আন্দোলনের মৌলিক বিষয়, মানবিক মূল্যবোধ, দুর্যোগকালীন করণীয়, জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদে সাড়া দেওয়া এবং প্রাথমিক চিকিৎসার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি দুর্ঘটনা, আঘাত, রক্তপাত, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিংবা আকস্মিক অসুস্থতার মতো

পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে কীভাবে সহায়তা করা যায়, সে বিষয়েও ব্যবহারিক ধারণা দেওয়া হয়।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়।

সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহীনা বেগম, সিনিয়র শিক্ষক ও রেড ক্রিসেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক নাদিরা খানম, সেলিম উদ্দিন, সিনিয়র শিক্ষক রেজাউল করিম, সাইদুল ইসলামসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, কুষ্টিয়া ইউনিটের প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ও মানবিক সাড়া প্রদান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তিন্নি আক্তার, বিভাগীয় উপপ্রধান সুরাইয়াজ্জামান নানজিবা এবং যুব সদস্য সোমা খাতুন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহীনা বেগম বলেন, “দুর্যোগ কিংবা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে প্রথম কয়েক মিনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় সঠিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান একটি জীবন রক্ষা করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয় মানবিক ও জীবনরক্ষাকারী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা জরুরি।”

সিনিয়র শিক্ষক ও রেড ক্রিসেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক নাদিরা খানম বলেন, “রেড ক্রিসেন্টের মূল লক্ষ্য মানবতার সেবায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলা ও প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে এ ধরনের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, কুষ্টিয়া ইউনিটের প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ও মানবিক সাড়া প্রদান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তিন্নি আক্তার বলেন, “স্কুল-কলেজ পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জরুরি সাড়া প্রদানের প্রশিক্ষণ চালু করা গেলে শিক্ষার্থীরা নিজেরা যেমন নিরাপদ থাকতে পারবে, তেমনি পরিবার, সহপাঠী ও আশপাশের মানুষের বিপদের সময়ও কার্যকর সহায়তা

করতে পারবে।”

প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীরা সনদপত্র পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে। তারা জানায়, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার সময় আতঙ্কিত না হয়ে পরিস্থিতি বুঝে কীভাবে দ্রুত ও নিরাপদভাবে সহায়তা করা যায়, সে বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেছে।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৯০ শিক্ষার্থী

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। এবারের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটির ২৭১ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে ২৬৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৯৯ দশমিক ২৬ শতাংশ। এর মধ্যে ১৯০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে।

ফল প্রকাশের পর কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করায় শিক্ষার্থীরা একে অপরকে অভিনন্দন জানায়। শিক্ষক ও অভিভাবকরাও কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করেন।

বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খানম বলেন, শিক্ষার্থীদের এই ফলাফল তাদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের প্রতিফলন। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষকরা তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সিনিয়র আরেক শিক্ষক রেজাউল করিম বলেন, ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিবিড়

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে টাপেন্টাডলসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১ হাজার ৬২০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ রাজু আহমেদ (৩৫) নামের এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাজু আহমেদ জেলার কুমারখালী উপজেলার ঝাউতলা গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে।

গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দৌলতপুর থানার ওসি মো. খালেদুর রহমানের নির্দেশনায় এসআই মহসিন চৌধুরীসহ পুলিশের সদস্যরা উপজেলার হোসেনাবাদ হিসনাপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালান।

অভিযানকালে রাজু আহমেদকে আটক করে তাঁর কাছ থেকে ১ হাজার ৬২০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় দৌলতপুর থানায় মামলা হয়েছে।

দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. খালেদুর রহমান জানান, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দৌলতপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে।

তিনি আরও জানান, রাজু ভারত সীমান্তসংলগ্ন এলাকা থেকে মাদক সংগ্রহ করে জেলার বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে আসছিলেন।

কুষ্টিয়ায় গাঁজাসহ আটক ২, এক

[redacted]

[redacted] “[redacted]” [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ায় বাঁশ-বেত শিল্পের নতুন সম্ভাবনা: বিসিকের উদ্যোগে ১০২ কুটির উদ্যোক্তা চিহ্নিত

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের অন্যতম খাত বাঁশ ও বেত শিল্প। পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং দেশীয় সংস্কৃতির ধারক এই শিল্প এখন নতুন করে সম্ভাবনার আলো দেখছে। গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)।

এরই অংশ হিসেবে বিসিক জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়ার উদ্যোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ি দাসপাড়া, মিরপুর উপজেলার আবুরি দাসপাড়া, মালিহাদ দাসপাড়া এবং খন্দকবাড়িয়া এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এ সময় ১০২ জন বাঁশ ও বেত পণ্য উৎপাদনকারী কুটির শিল্প উদ্যোক্তাকে চিহ্নিত করা হয়।

পরিদর্শনকালে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিসিক জেলা কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক সোহেল রানা। তিনি সরকারের শিল্পবান্ধব নীতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিকের সেবাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

উপ-মহাব্যবস্থাপক সোহেল রানা বলেন, “বাঁশ ও বেত শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অংশ। সঠিক পরিকল্পনা, আধুনিক নকশা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাজার সংযোগ নিশ্চিত করা গেলে এই খাত শুধু স্থানীয় চাহিদাই পূরণ করবে না, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। বিসিকের লক্ষ্য কুটির শিল্পকে বাণিজ্যিকভাবে আরও শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা।”

সরেজমিনে কথা বলে জানা যায়, কুষ্টিয়ার এসব এলাকার বহু পরিবার

কুষ্টিয়ায় জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা

যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়ায় পালিত হয়েছে ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৬’। বুধবার (৫ আগস্ট) জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়ার আয়োজনে দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুলাই শহিদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দোয়া, আলোচনা সভা, শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা এবং সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সকালে কুষ্টিয়ার শহিদ আবরার ফাহাদ স্টেডিয়ামের সুইমিংপুল ক্যাফেটেরিয়া সংলগ্ন জুলাই শহিদ স্মৃতি স্তম্ভে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন ও জেলা প্রশাসনের পক্ষে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন-হাসান । পরে জুলাই শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অডিটোরিয়ামে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে জুলাই শহিদ পরিবারের সদস্য ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন-হাসান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন।

বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস’ জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে চলা ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হয়।

তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ সময় কারাগারে থাকতে হয়েছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশনায়ক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আর কখনো স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ, চরমপন্থা কিংবা উগ্রবাদের স্থান হবে না। দেশকে কোনোভাবেই পরাধীন বা তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেওয়া হবে না এবং জাতীয় ঐক্য অটুট থাকবে।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহিদ পরিবারের সদস্য ও জুলাই যোদ্ধাদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এছাড়া জুলাই গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, জুলাই শহিদ পরিবারের সদস্য, জুলাই যোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ৩০০ গ্রাম গাঁজাসহ ৪ জন আটক, মোবাইল কোর্টে জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০০ গ্রাম গাঁজাসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া “খ” সার্কেলের উদ্যোগে শনিবার (১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাউজিং সি ব্লক ও ঈদগাহ মাঠ এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাউজিং সি ব্লকের বাসিন্দা মো. রায়হান জোয়ার্দার (২৭), মো. সালমান (৩২), মো. রাশেদ (২৪) এবং মো. মাসুদুর রহমান (৪০)।

অভিযান চলাকালে তাদের কাছ থেকে মোট ৩০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক খবির আহমেদ ও উপপরিদর্শক মো. আসিফুজ্জামানের প্রসিকিউশনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার মো. জাকিউল আলম এবং মেহেদী হাসান রিফাত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে ৫ মাস, ৩ মাস এবং ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়। দণ্ডাদেশ কার্যকর শেষে তাদের কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসলাম হোসেন জানান, সমাজ থেকে মাদকের বিস্তার রোধ এবং মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারীদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইন প্রয়োগের কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

কুষ্টিয়ায় কপোতাক্ষ

এক্সপ্রেসের নিচে কাটা পড়ে অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

কুষ্টিয়া-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের মিরপুর বিজিবি কুষ্টিয়া সেক্টরের রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের অদূরে কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর (প্রায় ৫০) মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকাল আনুমানিক ১০টা ৪০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, খুলনা থেকে রাজশাহীগামী আন্তঃনগর কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস মিরপুর বিজিবি কুষ্টিয়া সেক্টরের রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের দক্ষিণ পাশের আপ লাইনে পৌঁছালে অজ্ঞাত ওই নারী ট্রেনের নিচে চলে যান। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে মিরপুর থানা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত নারীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তার পরিচয় শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।

পুলিশ জানায়, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। পরিচয় শনাক্তের পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

স্থানীয়রা জানান, ট্রেন চলাচলের সময় রেললাইন পারাপারে অসতর্কতা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা প্রয়োজন।